শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত

৩। গোলোকে ভূলোকে থাকে, শুনতে কি তামাসা,
ভক্তের হৃদয় হচ্ছে উদয় হারে যার সরল হৃদয় দেল খোলসা।।
৪। চাঁদ বলে যে পড়েছে ঢ'লে হ'য়ে দশম দশা।
ও তার অন্তরে বাহিরে সদা দিতেছে রূপের ঝলসা।।
৫। বলে *স্বামী মহানন্দ অশ্বিনী তুই চাষা,
তোর কর্ম্মদোষে ঘটল না চাঁদ কার পরে বা কর গোসা।।

১৭ নং তাল-ঠুংরী

সংসার হ'ল রূপে ভাই, মানব মীন সেজেছে।
কালরূপী এক ধীবর এসে, জঞ্জাল জাল পেতে রয়েছে।।
১। জঞ্জাল জালে হয়ে বন্দী, আমি এড়াতে না পাই সন্ধি
ব'সে সদাই কাঁদি।
কাল হ'ল মোর দারুণ বিধি, জালের ফাঁসে এটে দিতেছে।।
২। সাধু মোহান্ত মকর যারা, জালের ফাঁস কেটে যেতেছে তারা
হৃদয় শক্তি পোরা।
অনুরাগে তনু ভরা, শিরে ভক্তি করাত আছে।।
৩। সাধু মকরের সঙ্গ নিলে, ও সে বন্দী রয়না জঞ্জাল জালে
সঙ্গে যায় গো চলে।
মুখে হরি হরি ব'লে, প্রেমানন্দে সুখে আছে।।
৪। এমন ভাগ্য কবে হবে আমার মন-মীন সাধুর সঙ্গ লবে,
ভবের জঞ্জাল যাবে।
গুরুচাঁদের দয়া হ'বে, কর্ম্ম বন্ধন যাবে ঘুচে।।
৫। গোলোকচন্দ্র মকর হয়ে, যাচ্ছে প্রেম সাগরে জোয়ার দিয়ে
মত্ত মাতাল হয়ে।
অশ্বিনী তুই আকুল হ'য়ে এবার ঝাঁপ দে গোঁসাইর পাছে।।

* স্বামী মহানন্দ-পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদের মতুয়া (ভক্ত)